তারিখ: 9 AUG 2017
পৃষ্ঠা: ১৫ কলাম: ২

দৈনিক
জনকণ্ঠ

উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ ॥ দুই শিক্ষক লাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ কলেজের একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলার ক্লাস রুমের সামনে গিয়ে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় মঙ্গলবার সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুরসহ দুই কলেজ শিক্ষককে মারধর করে গুরুতর আহত করেছে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার মুলাদী ডিগ্রী কলেজের ক্যাম্পাসে। হামলার প্রতিবাদে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। জানা গেছে, পৌর সদরের তেরচর গ্রামের দেলোয়ার ফকিরের বখাটে পুত্র শাওন ফকির ও তার সহযোগীরা দীর্ঘদিন থেকে মুলাদী ডিগ্রী কলেজের ছাত্রীদের প্রেমের প্রস্তাবসহ বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানি করে আসছিল। তারই ধারাবাহিকতায় শাওন মঙ্গলবার সকালে ক্লাস শুরুর আগে কলেজের একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলার ক্লাস রুমের সামনে গিয়ে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত শুরু করে। এ সময় মুলাদী ডিগ্রী কলেজের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক বাংলা বিভাগের প্রভাষক মোঃ হাফিজ আহমেদ ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক আব্দুল আলীম বখাটেদের প্রতিবাদ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শাওন শিক্ষকদের শারীরিক লাঞ্ছিত করলে শিক্ষার্থীরা তাকে আটক করে শিক্ষক মিলনায়তনে নিয়ে যায়। ওই সময় শাওন মুচলেকা দিয়ে শিক্ষক মিলনায়তন থেকে বের হয়ে যায়। সূত্রে আরও জানা গেছে, পরবর্তীতে সকাল সাড়ে দশটার দিকে বখাটে শাওন ও তার ১৫-২০ সহযোগী সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাংচুর করে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় প্রভাষক হাফিজ আহমেদ ও আব্দুল আলীম গুরুতর আহত হন। হামলাকারীরা কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বীরদর্পে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে যায়। পরে শিক্ষার্থীরা আহতদের উদ্ধার করে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। ঘটনার পরপরই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

বরিশালে ক্লাস বর্জন ॥ বিক্ষোভ

বদরগঞ্জে ছাত্রী ও বাবা আহত

সংবাদদাতা বদরগঞ্জ, রংপুর থেকে জানান, বদরগঞ্জে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বাড়িতে হামলা চালিয়ে নবম শ্রেণীর এক মাদ্রাসা ছাত্রী (১৫) ও তার বাবা-মাকে মারপিট করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন বাবা ও মেয়েকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। সোমবার রাত ৯টার দিকে পৌর শহরের জামুবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, হাসপাতালের মেঝেতে আহত ছাত্রী যন্ত্রণায় ছটপট করছে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ছাত্রীর পাশে বসে আছেন তার মা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ে বাড়ির পাশে একটি দাখিল মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। মাদ্রাসায় যাওয়া আসায় পথে তাকে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় গনেশ চন্দ্রের ছেলে মাদকাসক্ত সুমন মিয়া উত্ত্যক্ত করে বিয়ের প্রস্তাব দিত। প্রত্যাখ্যান করায় মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিত। নিরাপত্তার ভয়ে এক মাস ধরে মাদ্রাসা যাওয়া বন্ধ করে দিই। সোমবার সন্ধ্যায় আমার মেয়ে বাড়ির বাইরে বের হলে সুমন উত্ত্যক্ত করে। তাকে ধরে তার পরিবারকে খবর দেই। কিন্তু তার পরিবারের লোকজন ও সুমনের কয়েকজন বন্ধু রাত নয়টায় হাতে লাঠিসোটা নিয়ে বাড়িতে এসে হামলা চালিয়ে আমাদের মারধর করে সুমনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পরিচালকের কার্যালয়
ক্লিপিং নং...........................
তারিখ...........................
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর